দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... OCT. 25 1999 ...
পৃষ্ঠা ৭৭ ... কলাম ... ৭ ...

259

বিএড কোর্সে অংশগ্রহণের অপরাধে শিক্ষিকা - চাকরিচ্যুত

শেরপুর জেলা সংবাদদাতা ঃ দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করার পর পেশাগত মান উন্নয়নের স্বার্থে বিএড ট্রেনিং-এ অংশগ্রহণ করার অপরাধে জেলার নকলা থানার বানেশ্বরদী বাউসা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহ-শিক্ষিকা মিসেস জামিলা খাতুনকে সম্প্রতি চাকরি হারাতে হয়েছে বলে জানা গেছে। এ ব্যাপারে জেলা জজ আদালতে একটি মামলা হয়েছে। চাকরিচ্যুত শিক্ষিকা বর্তমানে মানবেতর জীবনযাপন করছে।

মিসেস জামিলা খাতুন গত ১৯৮৯ সালের ৭ সেপ্টেম্বর বানেশ্বরদী বাউসীয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে সহ-শিক্ষিকা পদে চাকরিতে যোগদান করে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে আসছেন। দীর্ঘ ৮ বছর চাকরি করার পর পেশাগত মান উন্নয়নের স্বার্থে বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি ও প্রধান শিক্ষকের পরামর্শ এবং অনুমতিক্রমে তিনি মোমেনশাহী টিচার্স ট্রেনিং কলেজে (বেসরকারী) গত ১৯৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষে সান্ধ্যকালীন বিএড কোর্সে ভর্তি হন। নিয়মিত বিদ্যালয়ে পাঠদান শেষে প্রতিদিন তিনি যথারীতি ট্রেনিংয়েও অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু প্রাকটিস টিচিং শুরু হলে গত '৯৮ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে '৯৯ সালের ৩০ এপ্রিল তারিখ পর্যন্ত সবেতনে শিক্ষামূলক ছুটির আবেদন করে। কমিটির অনুমোদনক্রমে প্রধান শিক্ষক তার ছুটি মঞ্জুর করেন। পরে প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির যোগসাজশে মোটা অঙ্কের লোভে ঐ পদে অন্য শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার জন্য পূর্ব পরিকল্পিত উপায়ে অবৈধভাবে সহ-শিক্ষিকা মিসেস জামিলা খাতুনকে বিদ্যালয়ে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে অনুপস্থিত দেখিয়ে সম্প্রতি চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছেন। বহু দরবার করেও চাকরি ফিরে না পেয়ে চাকরিচ্যুত ঐ শিক্ষিকা এর প্রতিকার চেয়ে মোকদ্দমা দায়ের করেন।